

মামলুকাতুল্লাহ  
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৬

(১) সাবধান, লোক দেখানো ধর্মকর্ম করো না; যদি করো, তাহলে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো পুরস্কারই পাবে না। (২) এজন্য তোমরা যখন দান-খয়রাত করো, তখন ঢাকঢোল পিটিয়ে তা ঘোষণা করো না। কারণ অন্যদের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য ভদ্ভরা সিনাগোগে ও পথে পথে এমনটি করে থাকে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। (৩) কিন্তু তুমি যখন দান-খয়রাত করো, তখন তোমার ডান হাত যা করছে তা তোমার বাম হাতকে জানতে দিয়ো না, যেনো তোমার দান-খয়রাত গোপনে হয়। (৪) তাহলে তোমার প্রতিপালক, যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

(৫) তোমরা যখন মোনাজাত করো, তখন ভণ্ডদের মতো করো না; কারণ তারা সিনাগোগে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে লোক দেখানো মোনাজাত করতে ভালোবাসে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।

(৬) কিন্তু তুমি যখন মোনাজাত করো, তখন তোমার ঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করো এবং তোমার প্রতিপালক, যিনি গোপনে উপস্থিত, তাঁর কাছে মোনাজাত করো। তোমার প্রতিপালক, যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

(৭) মোনাজাতের সময় তোমরা বিধর্মীদের মতো অর্থহীন কথা পাহাড় গড়ো না; কারণ তারা মনে করে, বেশি কথা বললেই আল্লাহ তাদের মোনাজাত কবুল

করবেন। (৮)তাদের মতো হয়ো না; কারণ তোমাদের প্রতিপালকের কাছে চাওয়ার আগেই তিনি তোমাদের দরকারের বিষয় জানেন। (৯)সুতরাং তোমরা এভাবে মোনাজাত করো-

‘হে আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান তোমারই।

(১০)তোমার রাজ্য আসুক। বেহেশ্তের মতো দুনিয়াতেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

(১১)আজকের খাবার আজ আমাদের দাও।

(১২)আমরা যেভাবে আমাদের নিজ নিজ অপরাধীদের মাফ করেছি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ মাফ করো।

(১৩)আমাদেরকে পরীক্ষার সামনে এনো না, বরং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো।

(১৪)তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ মাফ করো, তাহলে তোমাদের প্রতিপালকও তোমাদের অপরাধ মাফ করবেন।

(১৫)তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ মাফ না করো, তাহলে তোমাদের প্রতিপালকও তোমাদের অপরাধ মাফ করবেন না।

(১৬)তোমরা যখন রোজা রাখো, তখন ভ-দের মতো মুখ কালো করে রেখো না। তারা যে রোজা রাখছে তা লোকদের দেখানোর জন্যই তারা মুখ শুকনো করে রাখে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। (১৭)কিন্তু তুমি যখন রোজা রাখো, তখন মাথায় তেল দিয়ো ও মুখ ধুয়ো, (১৮)যেন অন্যেরা জানতে না পারে যে, তুমি রোজা রাখছো। তাহলে তোমার প্রতিপালক, যিনি গোপনে উপস্থিত আছেন, কেবল তিনিই তা দেখবেন এবং তোমার প্রতিপালক, যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

(১৯)তোমরা নিজেদের জন্য এই দুনিয়াতে ধন-সম্পদ জমা করো না; কারণ এখানে মরচে ধরে ও পোকায় সবকিছু নষ্ট করে এবং চোর সিঁধ কেটে চুরি করে।

(২০)তোমরা বরং বেহেস্তে নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ জমা করো; কারণ সেখানে মরচে ধরে না বা পোকায় নষ্ট করে না এবং চোর সিঁধ কেটে চুরিও করে না।

(২১)যেখানে তোমার ধন-সম্পদ থাকবে, তোমার মন তো সেখানেই থাকবে।

(২২)চোখ শরীরের বাতি। সুতরাং তোমার চোখ যদি সুস্থ থাকে, তাহলে তোমার গোটা শরীরই আলোয় পূর্ণ হবে। (২৩)কিন্তু তোমার চোখ যদি অসুস্থ হয়, তাহলে তো তোমার সম্পূর্ণ শরীরই অন্ধকারে পূর্ণ হবে। সুতরাং তোমার মাঝে যে-আলো আছে তা যদি অন্ধকার হয়, তাহলে সে-অন্ধকার কতোই-না ভয়াবহ!

(২৪)কেউই দুই মনিবের সেবা করতে পারে না; কারণ হয় সে একজনকে ঘৃণা করবে ও অন্যজনকে ভালোবাসবে, না হয় সে একজনের খুবই বাধ্য হবে ও অন্যজনকে অবহেলা করবে। তোমরা আল্লাহ ও ধন-সম্পত্তি, এই দু'য়ের সেবা করতে পারো না।

(২৫)এজন্য আমি তোমাদের বলছি, কী খাবে বা কী পান করবে বলে জীবনের বিষয়ে কিংবা কী পরবে বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তা করো না। খাবারের চেয়ে জীবন এবং জামা-কাপড়ের চেয়ে শরীর কি বেশি মূল্যবান নয়।

(২৬)পাখিদের দিকে তাকিয়ে দেখো; তারা বীজ বোনে না, ফসল কাটে না, গোলায় জমাও করে না; তবুও তোমাদের প্রতিপালক তাদের খাইয়ে থাকেন। তোমরা কি তাদের থেকে মূল্যবান নও? (২৭)তোমাদের মধ্যে কেউ কি চিন্তা-ভাবনা করে নিজের জীবন এক ঘন্টাও বাড়াতে পারে? (২৮)কেনো তোমরা জামা-কাপড়ের বিষয়ে ভাবছো? মাঠের ফুলের কথা চিন্তা করে দেখো, তারা কেমন বেড়ে ওঠে! তারা তো পরিশ্রম করে না, সুতোও কাটে না। (২৯)আমি তোমাদের বলছি,

বাদশা সোলায়মান এতোটা জাঁকজমকের মধ্যে থেকেও এগুলোর একটির মতোও নিজেকে সাজাতে পারেননি। (৩০)মাঠের যে-ঘাস আজ আছে আর আগামীকাল চুলোয় ফেলে দেয়া হবে তা যখন আল্লাহ এমনভাবে সাজান, তখন হে দুর্বল বিশ্বাসীর দল, তিনি কি তোমাদের আরো সুন্দর করে সাজাবেন না?

(৩১)অতএব, চিন্তা করো না। বলো না, ‘আমরা কী খাবো’ অথবা ‘আমরা কী পান করবো’ কিংবা ‘আমরা কী পরবো?’

(৩২)বিধর্মীরাই তো এসবের পেছনে ছুটে মরে। তোমাদের প্রতিপালক তো জানেন যে, এসব জিনিস তোমাদের প্রয়োজন আছে। (৩৩)কিন্তু তোমরা প্রথমে আল্লাহর রাজ্য ও তাঁর হুকুমের বাধ্য হয়ে চলো, তাহলে এসব জিনিসও তোমাদের দেয়া হবে। (৩৪)সুতরাং আগামীকালের বিষয়ে চিন্তা করো না; আগামীকাল তার নিজের ভাবনা নিজেই ভাববে; আজকের কষ্ট আজকের জন্য যথেষ্ট।